10001 - ইসলামে পরিবারের মর্যাদা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইসলাম পরিবারের দিকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? পুরুষ, নারী ও শিশুদের ভূমিকাকে কিভাবে দেখে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইসলামে পরিবার গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানার আগে আসুন আমরা একটু জেনে নিই ইসলাম পূর্ব যুগে পরিবার ব্যবস্থা কেমন ছিল এবং আধুনিক পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থা কেমন?

ইসলাম পূর্বযুগে পরিবার ব্যবস্থা অত্যাচার ও অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে সব অধিকার ছিল পুরুষদের। আরেকটু বিশুদ্ধভাবে বললে: সব অধিকার ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের। স্ত্রী কিংবা মেয়ে ছিল অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত। এর উদাহরণ হচ্ছে- যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে জীবিত রেখে মারা যেত তখন এ স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানেরা এ নারীকে বিয়ে করতে পারত এবং এ নারীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত কিংবা এ নারীকে অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বাধা দিতে পারত। শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষেরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি পেত; নারী ও শিশুরা কোন অংশ পেত না। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুর্নাম ও অবমাননাকর; সে নারী মা হোক, মেয়ে হোক, কিংবা বোন হোক। কারণ নারীরা বন্দি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। কোন নারী বন্দি হলে সেটা ছিল তার পরিবারের জন্য দুর্নাম ও অবমাননাকর। এ কারণে মানুষ তার দুগ্ধপোষ্য মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দিত। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন: “তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!”[সূরা নাহল, আয়াত: ৫৮]

বৃহৎ অর্থে পরিবার বলতে বুঝাত- গোত্র; এ গোত্র গড়ে উঠত একের উপর অন্যে বিজয় লাভ করার মাধ্যমে; এমনকি সে বিজয় অন্যায়ভাবে হলেও। ইসলাম আগমন করার পর এসব অন্যায়কে মুছে দিয়ে ন্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করে। প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার অধিকার প্রদান করে। অকালপ্রসূত ভ্রূণের অধিকারও নিশ্চিত করে; ভ্রূণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও ভ্রুণের জানাযার নামায আদায় করার মাধ্যমে।

বর্তমানে কেউ যদি পাশ্চাত্যের পরিবারগুলোর দিকে নজর দেয় তাহলে দেখবে পাবে পরিবারগুলোর অবস্থা নড়বড়ে ও নাজুক।

পতিমাতা সন্তানদরেকে নয়িন্ত্রণ করতে পারছে না। না চন্তিার জগতে, আর না চারত্রিকি ক্ষত্রেে। ছলে: সে যখোনে ইচ্ছা সখোনে যাবে, যা ইচ্ছা তাই করবে। অনুরূপ অবস্থা ময়েরে ক্ষত্রেওে। স্বাধীনতা ও অধকিাররে নামে ময়েে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে আড্ডা দবি, যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে ঘুমাবে। ফলাফল কী? ফলাফল হচ্ছে- নড়বড়ে পরবিার, বয়িে বহর্ভিূত শশিুদরে জন্ম, (বয়স্ক) পতিামাতার সবোযত্মহীন জীবনযাপন। জনকৈ জ্ঞানী লোক বলছেনে: যদি আপনি এ সমাজরে আসল চত্রি দখেতে চান তাহলে জলেখানায় গয়িে দখেুন, হাসপাতালে যান , কংিবা ওল্ড হোমগুলো ভজিটি করুন। সন্তানরো তাদরে পতিামাতাকে উৎসব ও উপলক্ষ ছাড়া চনিে না।

দখো যাচ্ছে, অমুসলমিদরে কাছে পরবিার প্রথা ভগ্নপ্রায়। ইসলাম আগমন করার পর পরবিাররে ভতি মজবুত করা, পরবিারকে ক্ষতকিারক সবকছিু থকেে হফোযত করা এবং পারবিারকি বন্ধনকে মজবুত রাখার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। এর সাথে পরবিাররে প্রত্যকে সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়ত্বি দয়িছে:

ইসলাম নারীকে মা হসিবে, ময়েে হসিবে, বোন হসিবেে মর্যাদাবান করছে। মা হসিবেে নারীকে মর্যাদাবান করছে। দললি হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বশেি অধকিার কার? তনিি বললনে: তোমার মায়রে। লোকটি বলল: এরপর কার? তনিি বললনে: তোমার মায়রে। লোকটি বলল: এরপর কার? তনিি বললনে: তোমার মায়রে। লোকটি বলল: এরপর কার? তনিি বললনে: তোমার পতিার।”[সহহি বুখারী (৫৬২৬) ও সহহি মুসলমি (২৫৪৮)]

ইসলাম ময়েে হসিবেওে নারীকে সম্মানতি করছে: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থকেে বর্ণতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যে ব্যক্তরি তনিজন ময়েে, কংিবা তনিজন বোন কংিবা দুইজন ময়েে বা দুইজন বোন রয়ছে, সে যদি এদরে সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এদরে ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলে সে জান্নাতে প্রবশে করব।”[সহহি ইবনে হব্বিান (২/১৯০)]

ইসলাম স্ত্রী হসিবেওে নারীকে সম্মানতি করছে: আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তোমাদরে মধ্যে সইে ব্যক্তি উত্তম যে তার পরবিাররে কাছে উত্তম। আমি আমার পরবিাররে কাছে উত্তম।”[সুনানে তরিমযিি (৩৮৯৫), ইমাম তরিমযিি হাদসিটকিে হাসান বলছেনে]

ইসলাম নারীকে মরিাছ ও অন্যান্য অধকিার প্রদান করছে। ইসলাম অনকে বষিয়ে নারীকে পুরুষরে সমান অধকিার দয়িছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “নারীরা পুরুষদরে মত (আখলাক ও প্রকৃতরি ক্ষত্রেে)”।[সুনানে আবু দাউদ (২৩৬) কর্তৃক আয়শো (রাঃ) এর হাদসি, আলবানী সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (২১৬) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

ইসলাম নারীর ব্যাপারে ওসয়িত করছে, নারীকে স্বামী নর্বিাচন করার স্বাধীনতা দয়িছে। সন্তান প্রতপিালনরে মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়ত্বিরে বড় অংশ নারীর উপর অর্পন করছে।

ইসলাম পতিামাতার ওপর সন্তান লালনপালনরে গুরু দায়ত্বি আরোপ করছেনে:

আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, তনিি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেনে যে, "তোমেরা প্রত্যকেে দায়ত্বিশীল। প্রত্যকেকে তার দায়ত্বি সম্পর্কে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। শাসক দায়ত্বিশীল; তাকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জজ্ঞিসে করা হবে। পুরুষ তার পরবিারে দায়ত্বিশীল; তাকে তার অধীনস্থদরে সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘররে দায়ত্বিশীল। তাকে তার দায়ত্বি সম্পর্কে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। কাজরে লোক তার মালকিরে সম্পদরে দায়ত্বিশীল। তাকে তার দায়ত্বি সম্পর্কে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে। তনিি আরও বলনে: আমি এ কথাগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে শুনছে।[সহহি বুখারী (৮৫৩) ও সহহি মুসলমি (১৮২৯)]

ইসলাম পতিা-মাতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তাদরে সবোযত্ম করা এবং মৃত্যু অবধি তাদরে আনুগত্য করার নীতি প্রতষ্ঠিা করার প্রয়াশ চালয়িছে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর আপনার রব আদশে দয়িছেনে তনিি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পতিার প্রতি সদ্ব্যবহার করত। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদরেকে 'উফ' বলো না এবং তাদরেকে ধমক দওি না। তাদরে সাথে সম্মানসূচক কথা বল।"[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩]

ইসলাম পরবিাররে ইজ্জত, সম্মান, পুতঃপবত্রিতা ও বংশ ধারা সুরক্ষা করছে। ইসলাম বয়িে করার প্রতি উৎসাহ জাগয়িছে। কন্তিু, নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশোতে বাধা দয়িছে। ইসলাম পরবিাররে প্রত্যকে সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়ত্বি দয়িছে। পতিা-মাতার দায়ত্বি হচ্ছ— লালনপালন, ইসলামী প্রতপিালন। সন্তানদরে দায়ত্বি হচ্ছে পতিামাতার কথা শুনা ও আনুগত্য করা এবং ভালোবাসা ও সম্মানরে ভত্তিতিে পতিামাতার অধকিারগুলো সংরক্ষণ করা। ইসলামে পারবিারকি এ মজবুতরি সবচয়েে বড় সাক্ষ্য হচ্ছে ইসলামরে শত্রুদরে সাক্ষ্যবাণী।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।